দৈ: জনকণ্ঠ

তারিখ ... OCT 08 2006 ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

রাবিতে তুলকালাম ।। কর্মচারীদের বিক্ষোভ অবরোধ, মেয়র মিনু লাঞ্ছিত, বাসায় ভাংচুর

শিক্ষক ও অফিসার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া ভণ্ডুল

টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ বিতর্কিত ৫৪৪ কর্মচারীর বক্ষোভ ও অবরোধের মুখে শনিবার রাজশাহী বশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং অফিসার পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ভণ্ডুল হয়ে গেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে নানানো হয়েছে, অফিসার পদে চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া থগিত করা হয়েছে। গত ৩ অক্টোবর থেকে এই নিয়োগ াক্রিয়া শুরু বলে জানা গেছে।

র আগে শুক্রবার গভীর রাতে বিক্ষুব্ধ ৫৪৪ কর্মচারী াগরীর পদ্মা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সিটি মেয়র মজানুর রহমান মিনু এমপির বাসার আসবাবপত্র বাইরে, নয়ে ভাংচুর করে। তাদের চাকরি স্থায়ীকরণে ব্যর্থতা ও াফিলতির অভিযোগ এনে কর্মচারীরা সিটি মেয়রকে অশ্রাব্য াষায় গালাগাল করে।

সময় তারা মেয়রের সঙ্গে তীব্র বাগবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। ারা মেয়রের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে াগসাজশে বিগত সিন্ডিকেটে ২ শতাধিক শিক্ষক, র্মকর্তার নিয়োগ চূড়ান্ত করার চেষ্টার অভিযোগ আনেন লে জানা যায়। প্রসঙ্গত, বিএনপি দলীয় সিন্ডিকেট সদস্য রুহুল কবির রিজভী এবং এ্যাডভোকেট আব্দুল হাই কর্মচারীর নিয়োগ চূড়ান্ত করার আগে সকল প্রকার নি কার্যকর করার পক্ষে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আপত্তি ক এই ঘটনাটি জানাজানি হলে ৫৪৪ কর্মচারীই নিশ্চিত তাদের বাদ দিয়েই সরকারের মেয়াদকালের ম কর্তৃপক্ষ শিক্ষক ও অফিসার পদে নিয়োগ সম্পন্ন করার চালাচ্ছে। একটি সূত্র জানায়, নিজ বাসভবনের স মেয়রকে লাঞ্ছিত করা হয়। তবে মেয়রের ঘনিষ্ঠজনে অভিযোগ অস্বীকার করেন। পরে মেয়র বিক্ষুব্ধ কর্মচার নিয়ে ক্যাম্পাসে গিয়ে নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ দেন কর্মচারী সূত্রে জানা গেছে। এই নির্দেশের সত্যতা য জন্য মেয়রের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়।

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ

রাবিতে তুলকালাম (১২-এর পাতার পর)

তাঁকে পাওয়া যায়নি।

এদিকে রাবি প্রশাসনের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনু যে কোন মূল্যে শিক্ষক ও অফিসার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক শনিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগের পূর্ব ঘোষিত সিলেকশন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করছিল। সেটা আলোচিত ৫৪৪ কর্মচারির বিক্ষোভ অবরোধের মুখে ভণ্ডুল হয়ে গেছে। এ বিষয়ে মতামতের জন্য উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রার কাউকে পাওয়া যায়নি। তাদের অফিস ও বাসভবন থেকে সাংবাদিকদের বলা হয়, তাঁরা ব্যস্ত আছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার সকাল ১০টার দিকে কর্মচারীদের বিক্ষোভ ও অবরোধকালে উপাচার্য প্রশাসন ভবনে নিজ দফতরেই ছিলেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার ক্যাম্পাসের বাইরে ঘটে যাওয়া কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার কারণে পুলিশকে সতর্ক রাখা হয়েছিল। জানা গেছে, ২০০৪ সালের ১৫ এপ্রিল সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় নিয়োগকৃতদের স্থায়ীকরণের বিরুদ্ধে ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা হাইকোর্টে রিট আবেদন করলে আদালত আগামি ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা অরোপ করে রুল জারি করে। ফলে এসব কর্মচারীর স্থায়ীকরণ আটকে যায়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা প্রভাবশালী দলীয় শিক্ষক ও তাদের আত্মীয়স্বজনকে শিক্ষক ও অফিসার পদে নিয়োগের উদ্যোগ নেন। এলক্ষ্যে আলোচিত ৫৪৪ কর্মচারীকে সন্তুষ্ট করতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের নামে দফায় দফায় ঢাকায় দেন-দরবার করে। কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি।

শনিবার ক্যাম্পাসে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভ মিছিল শেষে প্রশাসন ভবন অবরোধ করে। এসময় ৫৪৪ কর্মচারি ঐক্য পরিষদ আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম সদরের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা আগামী ১৯ অক্টোবরের মধ্যে ফজলে হোসেন বাদশার দায়ের করা রিট প্রত্যাহার ও তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি জানান। তাঁরা ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা ফজলে হোসেন বাদশাকে রাবিতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে তাকে ক্রসফায়ারে দেয়ার জন্য র‌্যাবের প্রতি আহ্বান জানান। আজ রোববার ৫৪৪ কর্মচারিদের আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে সমাবেশ থেকে জানানো হয়।